IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ৪৩ তারিখঃ ১৪ আগস্ট ২০১৭ সোমবার

চিকুনগুনিয়া সর্বশেষ পরিস্থিতি

- আইইডিসিআর হটলাইনে ঢাকা সহ সারা দেশ থেকে গত ৬ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোট ৩৭২৪ জন কল করেছেন
  - এর মধ্যে সম্ভাব্য নতুন রোগী ১২৪৫ জন
  - পুরোনো রোগী ১৭১৬ জন
  - অবশিষ্ট ৭৬৩ জন ফোনকলকারীগণ চিকুনগুনিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছেন

এডিস মশার দংশনে যত দুর্ভোগ

ডেঙ্গু - প্রতি বছরেই রোগী সনাক্ত হয়

- প্রবণতা - কখনো বাড়ে কখনো কমে - ২০১৫ সালে ৬১০৭ জন রোগী সনাক্ত হয়েছে

চিকুনগুনিয়া (নব উদ্ভূত)

- ২০০৮ সাল - রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় প্রথম রোগী পাওয়া যায়, যারা ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিতরূপে চিকুনগুনিয়া রোগী হিসেবে সনাক্ত হয়েছিলেন
- ২০০৯ সাল - পাবনার সাঁথিয়াতে চিকুনগুনিয়া রোগী সনাক্ত হয়
- ২০১১ সাল - ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার চর কুশাই গ্রামে চিকুনগুনিয়ার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে (আক্রমণের হার ২৯%)। চাঁপাই নবাবগঞ্জেও একই ঘটনা ঘটে।
- ২০১৩ ও ২০১৪ সাল - বিক্ষিপ্তভাবে রোগী পাওয়া যায়
- ২০১৬ সাল - ঢাকাতে মোটামুটি ৩০০ রোগীর প্রতিবেদন পাওয়া যায়, অন্যান্য স্থান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে রোগীর প্রতিবেদন আসে
- ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটে বর্ষা ঋতুতে

জিকা - বিশ্বব্যাপী নতুন উদ্বেগ

চিকুনগুনিয়ার বর্তমান রোগতাত্ত্বিক অবস্থা

- এখনো মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে
- ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ৯০০ মানুষ আক্রান্ত বলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত
- প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বাইরের জেলা থেকে সম্ভাব্য ২০০ রোগীর তথ্য আসে, সেগুলো আইইডিসিআর থেকে যাচাই করে নথিভুক্ত করা হয়, যাচাই করে বেশীর ভাগ রোগীই পুরাতন পাওয়া যায় এবং অনেকের ঢাকাতে ভ্রমণের ইতিহাস পাওয়া যায়
- ঢাকাতে রোগী পাওয়া যাচ্ছে গোটা মহানগরীতেই, গুচ্ছ আকারে, সক্রিয়ভাবে রোগের বিস্তার ঘটছে
- সময়ের সাথে ল্যাবরেটরি নিশ্চিত রোগী সংখ্যা বাড়ছে
- বর্ষা কাল - রোগ বিস্তারের সর্বোচ্চ সময়
- নারীর (৩৪%) চেয়ে পুরুষ (৬৬%) রোগীর হার বেশী
- সকল বয়সের মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন - বেশী ২০-৫০ বছর বয়সীদের মধ্যে (সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি কর্মস্থলে)
- এখনো প্রাদুর্ভাবের ঢেউ আছে

চিকুনগুনিয়ার বর্তমান কীটতাত্ত্বিক অবস্থা

- ঢাকা মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশই রোগ বিস্তারের ঝুঁকিতে আছে
- এডিস ঈজিপ্টি ও এডিস এলবোপিক্টাস উভয় ধরণের মশাই পাওয়া যাচ্ছে, তবে এডিস ঈজিপ্টি বেশী
- বর্ষাকালে অনেক বেশী এডিস মশা পাওয়া যাচ্ছে
- মানুষের ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় পানির আধার ও অপ্রয়োজনীয় পানির আধার উভয় স্থানেই মশা জন্মের ঝুঁকি আছে
- বর্ষার সময় মশা জন্মের সুযোগ ও স্থান অনেক বাড়ে
- ফেলে দেওয়া পাত্রে মশা জন্মের ঝুঁকি বর্ষাকালে অনেক বেড়ে যায়
- গ্রাম ও শহর সকল স্থানে ও উঁচু জায়গাতেও (বহুতল ভবন) এডিস মশা জন্মাবার চিহ্ন পাওয়া গেছে

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্য বাতায়নে চিকুনগুনিয়া বিষয়ে ২৪ ঘন্টা তথ্য পাবেন।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন